তারিখ 20 MAY 2005
পৃষ্ঠা

সংবাদ

রাবি ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ভাঙচুর : বোমা ও রাইফেল উদ্ধার

রাজশাহী : রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের সংঘর্ষের পর উদ্ধার করা বোমা -সংবাদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

সংগঠনের কর্মী সম্মেলনে বহিরাগত ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটানোকে কেন্দ্র করে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিবদমান দুই গ্রুপের সংঘর্ষে রাবির সেকশন অফিসার, সাংবাদিক, দোকানদারসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল উদ্ধার ও ৬টি বোমাসহ সিরাজুল নামের এক যুবককে আটক করেছে। আহতদের মধ্যে সাংবাদিক আনিছকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়। সংঘর্ষের সময় রাবি প্রেসক্লাবের সামনে একটি দোকান ও একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা ও প্রক্টরিয়াল বডির ২ সদস্য লাঞ্ছিত হন বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল রাবি শাখার বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান মতি ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম রেজার

রাইফেল : (পৃ: ১১ ক: ৭)

রাইফেল : উদ্ধার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেতৃত্বে দু'টি বিবদমান গ্রুপ পরস্পরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কোন্দল-দ্বন্দ্ব, সংঘাতে জড়িত। এ অবস্থায় গতকাল সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কর্মী সম্মেলনের পর ছাত্রদল রাবি শাখার একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কথা। সম্মেলন উপলক্ষে গত কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে আসলাম গ্রুপ ও মতি গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ, গোয়েন্দা, সংগঠনের কর্মী-সমর্থক ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, গতকাল সম্মেলনস্থল কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের দখল নেয়ার জন্য উভয়পক্ষই প্রস্তুতি নেয়। সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই আসলাম গ্রুপ মহানগরী ও তার আশপাশের উপজেলাগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক বহিরাগতকে মিলনায়তনের ভেতরে নিয়ে আসে। বেলা পৌনে ১১টার দিকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া বহিরাগতদের হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আসলাম গ্রুপের সমর্থকরা হলের ভেতরে ও বাইরে হাঙ্গামা শুরু করে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালায়। শুরু হয় উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ। গোটা ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর শামসুল আলম সরকার, ছাত্র উপদেষ্টা জাহিদ হোসেন মিন্টু, সহকারী প্রক্টর নিজামউদ্দিনসহ প্রক্টরিয়াল বডির অন্য এক সদস্য লাঞ্ছিত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এ সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নয়া দিগন্তের রিপোর্টার সরদার আনিছ পুলিশি পিটুনির শিকার হন। সংঘর্ষে আহত হন ছাত্রদল রাবির বিলুপ্ত কমিটির সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ পিন্টু, সোহরাওয়ার্দী হলের নেতা সাহরাজ, মাদার বখশের মাসুদ, শের-ই বাংলার মিরান, আকরাম, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সদস্য মাসুদ, ছাত্রদল নেতা বাবু, শাহীন, মালেক, সেলিম, সুমু, গালিব, বিপুল, মার্টিন, রাবির সেকশন অফিসার মামুন, দোকানদার বাবুল প্রমুখ। সংঘর্ষ চলাকালে বাবুলের দোকান ও যুবদল নেতা বাহলুর মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল উদ্ধার করে। এছাড়া হাতে থাকা কালো ব্যাগ থেকে ৬টি বোমাসহ মিলনায়তনের পাশ থেকে মেহেরচণ্ডির নূর ইসলামের ছেলে সিরাজুলকে (১৯) আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে গতকাল বিকেল পর্যন্ত মতিহার থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল। ওই যুবককে সেই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হতে পারে বলে পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান। সিরাজুল সাংবাদিকদের জানায়, তাকে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা ব্যাগটি ধরতে বলে পালিয়ে যায়।

রাবি ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আসলাম রেজা অভিযোগ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রক্টরের ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। অন্যদিকে মতি গ্রুপের পক্ষে অভিযোগ করে বলা হয়, আসলাম গ্রুপ বহিরাগতদের নিয়ে এসে ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর শামসুল আলম সরকারের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাকেসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তিনি ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সদস্য আবুল কালাম আজাদ সুইটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মতিন ও আবুবকর সিদ্দিক, সহ-সভাপতি মুকুট চৌধুরী, ও আসাদুজ্জামান আসাদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুন নবী স্বপন প্রমুখ।